প্রথম আলো

তারিখঃ ১৪-০৯-২০২২ (পৃঃ ১২)

সিলেটের বাজার সিলেটের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার কালীঘাট। বিভিন্ন উপজেলার ব্যবসায়ীরা এখান থেকে পণ্য কেনেন। সেখান থেকে কেনা চালের বস্তা ট্রাকে তুলছেন এক শ্রমিক। গত সোমবার সকালে। ছবি : আনিস মাহমুদ

মিনিকেট নামে চাল বিপণন ঠেকাতে আইন হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে মিনিকেট বলে কোনো চাল নেই। তবু ব্যবসায়ীরা মিনিকেট নামে চাল বাজারজাত করছেন। যাঁরা এই কাজ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইন করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত আইনে চালের প্যাকেটের গায়ে ধানের জাত লেখা বাধ্যতামূলক করা হবে। একই সঙ্গে চালে কতটুকু ছাঁটাই বা পলিশ করা যাবে, তা-ও নির্ধারণ করে দেওয়া হবে।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় সচিবালয়ে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএসআরএফ) আয়োজিত সংলাপে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এসব কথা বলেন। এ সময় বিএসআরএফের সভাপতি তপন বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক মাসউদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

সংলাপে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'মিনিকেটের উৎপত্তি কোত্থেকে হয়েছে, তা জানতে পারলে কেউ এই নাম দিত না। মিনিকেট চাল বাজারজাতকরণ ঠেকাতে আমরা একটি আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় পাঠিয়েছি। সেটি এখন আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ের অপেক্ষায় আছে। সেখানে বলা আছে ব্র্যান্ড নাম তারা যা-ই দিক, কিন্তু ধানের জাতের নাম দিতে হবে।'

সাধন চন্দ্র মজুমদার জানান, চালের বাজারের সিন্ডিকেট ভাঙতে গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করছে। তবু সিন্ডিকেট ভাঙছে না।

'মিনিকেট' চাল নিয়ে পাল্টাপাল্টি যুক্তি

ভোক্তা অধিদপ্তরের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মিনিকেট নামে দেশে কোনো ধানের চাষ না হলেও, বাজার মিনিকেট চালে সয়লাব। অভিযোগ আছে বাজারের জনপ্রিয় এই চাল তৈরি হয়, অন্য চাল ছেঁটে। তবে এমন অভিযোগ বারবার নাকচ করেছেন ব্যবসায়ীরা। এর মধ্যে বাজারে মিনিকেট নামে চাল থাকবে না এমন বক্তব্যও দিয়েছে সরকার। এখন ব্যবসায়ীরা বলছেন, এটি একটি ব্র্যান্ড, এই নামে চাল না থাকলে বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের এক মতবিনিময় সভায় প্যাকেটজাত মিনিকেট চাল ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এই দাবি জানানো হয়। প্যাকেটজাত নিত্যপণ্য (চাল, ডাল, আটা, ময়দা, চিনি, ডাল, লবণ ইত্যাদি) দাম নিয়ে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় উৎপাদন বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও সুপারশপের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণ-আরএফএলের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক নিয়াজ মোর্শেদ বলেন, 'অভিযোগ আছে মোটা চাল কেটে মিনিকেট চাল বানানো হয়। কিন্তু চাল ছেঁটে মিনিকেট চাল বানানোর কোনো যন্ত্র দেশে নেই। মিনিকেট একটি ব্রান্ড, এটি বাজারে অনেক দিন ধরে আছে। এখন এটা বন্ধ করা হলে বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।'

ব্যবসায়ীদের বক্তব্যের জবাবে ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, 'সাধারণত ধানের নামেই চালের নাম হয়। মিনিকেট নামে কোনো ধান নেই, তাহলে এই চাল আসল কোথায় থেকে। আপনাদের (ব্যবসায়ী) কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনারা জানেনই না, এই চাল কীভাবে তৈরি হয়। কিন্তু আমাদের কাছে তথ্য আছে, মোটা চাল কেটে সরু করে সেটা মিনিকেট নামে বাজারে ছেড়ে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। এখন আপনারা যেহেতু মানছেন না,আপত্তি তুলছেন, আমরা এ বিষয়ে চাল বিশেষজ্ঞ ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বসব। তারপর এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।'

সভায় সুপারশপ স্বপ্নের প্রধান ব্যবসায়িক কর্মকর্তা মাহাদী ফয়সাল বলেন, 'অভিযোগ করা হচ্ছে, সুপারশপগুলো কোম্পানির সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে প্যাকেটজাত পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে। কিন্তু এমনটি ঘটার কোনো সুযোগ নেই। আমরা এমন কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত নয়। এ ধরনের অভিযোগ থেকে আমরা মুক্তি চাই।

সভায় সিটি গ্রুপের পরিচালক (করপোরেট ও রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স) বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, 'প্যাকেটজাত পণ্যের দাম উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা ভোক্তা কেউ বাড়ায় না। সরকার নির্ধারণ করে দেয়। সুতরাং, এর দায় সরকারের ওপর বর্তায়।'

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ১৪-০৯-২০২২ (পৃঃ ০১, ১৫)

চালের বস্তায় লিখতে হবে ধানের জাত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মিলে চাল ইচ্ছামতো ছাঁটাই করা যাবে না উল্লেখ করে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, ধানের যেটুকু ছাঁটাই করা যাবে, তার একটা রেশিও (অনুপাত) আমরা ঠিক করেছি। বেশি পোলিশের (ছাঁটাই) ফলে চালের একটা অংশ নষ্ট হয়। যেটা সারা দেশের মোট উৎপাদনের একটি বড় অংশ। এ কারণেও এটা আমরা নির্ধারণ করেছি। পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

চালের বস্তায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এছাড়া চালের বস্তায় বাধ্যতামূলকভাবে ধানের জাত লিখতে হবে। খুব শিগ্‌গিরই এ ব্যাপারে আইন হচ্ছে। এটা (আইন) পাশ হলে অনেকেই সোজা হয়ে যাবে।

গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে গণমাধ্যম কেন্দ্রে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএসআরএফ) আয়োজিত 'বিএসআরএফ সংলাপ'-এ অংশ নিয়ে তিনি এ কথা জানান। আইনটির খসড়া মন্ত্রিসভার সম্মতির পর বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংয়ে আছে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী। সংগঠনের সভাপতি তপন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিএসআরএফের সাধারণ সম্পাদক মাসউদুল হক।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ইচ্ছামতো চাল ছাঁটাই করা না হলে তখন আমরা আগের সেই চাল খেতে পারব। তাহলে প্যাকেট চালও বন্ধ হয়ে যাবে। এত ফাইন রাইস খাওয়ার অবস্থা থাকবে না। তিনি বলেন, মিনিকেট বলে কিছু নেই। মিনিকেটের উৎপত্তি জানলে আর এই নাম দিত না। একসময় ভারত থেকে চিকন চালের বীজ আনতাম মিনি (ছোট) প্যাকেটে করে। এই হলো মিনিপ্যাক। আমরা নাম দিয়েছি মিনিকেট চাল। ভোক্তা অধিকার এই মিনিকেট নাম উচ্ছেদ করতে অভিযান চালাতে পারে। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, যে আইন হচ্ছে, সেখানে বলা আছে ব্র্যান্ড নাম তারা (ব্যবসায়ীরা) যেটাই দিক, রজনীগন্ধা দিতে পারে, গোলাপফুল, জরিনা, সখিনা—নাম যা-ই দিক, কিন্তু ধানের জাতের নাম দিতে হবে।

চালের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, কয়েক দিন আগে মিলমালিকদের এক সম্মেলনে আমি সতর্ক করেছি। তারা এখনো বলেন যে, মিলগেটে দাম বাড়ানানি। তাদের বলা হয়েছে, তারা যেন মিলগেটের ওয়েবসাইট খোলেন। প্রতিদিন এখানে কোন চালের দাম কত, এটা তাদের দিতে হবে। পাইকারি ব্যবসায়ীদেরও এটা বলা হয়েছে।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের প্রকৃতি যেমন অস্থির, ব্যবসায়ীরাও অস্থির। ভারতে যখন ২০ শতাংশ রাজস্ব আরোপ করল, সেটা সব চালে নয়, আতপ চালে। এটা দেখে দাম বাড়ানো শুরু করেছে। এটা অনুচিত। তিনি বলেন, স্বল্প আয়ের মানুষের সুবিধার্থে প্রয়োজনে চাল আমদানি করে যদি সারা বছর ওএমএস চালাতে হয় আমরা অবশ্যই চালাব।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ ১৪-০৯-২০২২ (পৃঃ ০৩)

মিনিকেট চাল বন্ধ করা সময়ের ব্যাপার

জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : মিনিকেট চাল করা এখন সময়ের ব্যাপার বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) এএইচএম সফিকুজ্জামান। তিনি বলেন, আমরা জানি মিনিকেট নামে কোনো চাল নেই। এটা আমি নিশ্চিত ঢাকার বাইরে মেশিন আছে, ছেঁটে বিক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসছে, নিউজও হচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে মিনিকেট চালের ব্যাপারে অভিযান করলে বাজারে একটা প্রভাব পড়বে। এ চাল বন্ধ করা এখন সময়ের ব্যাপার।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে টিসিবি ভবনে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে প্যাকেটজাত পণ্যের উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। ভোক্তার ডিজি বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়সহ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি অর্থনীতিবিদদের নিয়ে সভা করে সম্মিলিত সিদ্ধান্তের পর মিনিকেটের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এই চাল বাজারে থাকবে কি না।

বোরো ধানের ভরা মৌসুমে চালের দাম না কমার কারণে মিলমালিক থেকে খুচরা ব্যবসায়ীদের ডাকা হয়েছিল। তাদের নিয়ে সভা করা হয়েছে তখন জানা গেছে করপোরেটের হাতে মাত্র পাঁচ শতাংশ চাল মজুত রয়েছে বলে জানান তিনি।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিভিন্ন কোম্পানি প্যাকেটজাত করে মূল্যবৃদ্ধি করছে। শুধু তাই নয়, করপোরেটগুলো মুড়ি-চানাচুরের ব্যবসা করছে। আইনে আছে কি না সে ব্যাপারে শিল্প ও খাদ্য মন্ত্রণালয় দেখবে। ১৫০ টাকা কেজি চাল বিক্রি করা হচ্ছে। এটা খাদ্য মন্ত্রণালয় দেখবে। ভোক্তাদের স্বার্থেই এটা দেখতে হবে।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
Date: 14-09-2022 (Page: 08)

কৃষিই সমৃদ্ধি

Keep your Environment Clean & Green

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)

Gazipur-1701

'Intervention in surface water utilization through integrated minor irrigation schemes for escalating water and land productivity in coastal region (ISIMISC)' Project

সমৃদ্ধির জন্য ধান

Memo No: 12.22.0000.008.05.002.21.166

Date: 12.09.2022

e-GP: Tender Notice (OTM) (Re-Tendered)

e-Tender is invited in the e-GP system Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of the following goods. Details are given below:

Serial No	Invitation Reference No.	Tender ID No.	Description of Procurement	Tender Documents Last selling (Date & Time)	Tender Closing & Opening date & Time
1.	IRN-12.22.0000.008.05.002.21.22	731657	Procurement of Field Equipment (ISIMISC, IWMD, PK-01)	25-Sep-2022 12:00	25-Sep-2022 15:00

The interested persons/firms may visit the website www.eprocure.gov.bd to get the details of the tender. This is an online tender, where only e-Tender will be accepted in the national e-GP portal and no offline/hard copy will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP system portal is required. Further information and guidelines are available in the National e-GP system portal and e-GP Help Desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

12.09.2022

(Kawsar Ahmad)
Assistant Director (Procurement)
on behalf of Director General

CR 434-938/22(4x4)